بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে পবিত্র কুরআনের ফজিলত, অবস্থান, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা।

রমযান মাসে প্রত্যেক আহমদীকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে লাঞ্ছনার নিদর্শন হওয়ার উদ্দেশ্যে দোয়ার আন্তরিক তাহরীক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৩১ মার্চ, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।
তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন:

আজ আমরা পবিত্র রমযান মাস পালন করছি। এটি এমন একটি মাস যেখানে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হয়। রোযার পাশাপাশি ইবাদত-বন্দেগির প্রতিও বেশি নজর থাকে। পবিত্র কুরআন পাঠ ও শোনার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। রোযার বাস্তবতা বুঝতে হলে পবিত্র কুরআন পাঠে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। পবিত্র কুরআনের সঙ্গে রমযানের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন: **শাহরু রামাযানা আল্লাযি উনযিলা ফিয়হিল কুরআনু হুদাল্লীন নাসে** অর্থাৎ, এটা রমযান মাস। এটি সেই মাস যে মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, কুরআন যা সমস্ত মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক।

কিছু নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত এও বলে যে ২৪ রমযানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর প্রথম ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রতি রমযানে জিবরাঈল তাঁর সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং শেষ রমযানে এই চক্রটি দুবার পরিপূর্ণ হয়েছিল। মাসব্যাপী কুরআন পাঠ, তাফসীর পাঠ ও শোনার প্রতিও আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এমটিএ-তে পবিত্র কুরআনের দরসও সম্প্রসারিত হয়। এটি শোনার প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে।

পবিত্র কুরআনের সাথে সাথে আমরা এর অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাও পড়ব, যাতে আমরা এর অন্তর্হিত অনুশাসনগুলির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি। তবেই আমরা এগুলোকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারব, নিজেদের জীবনকে কুরআনের শিক্ষার অনুরূপ গড়ে তুলতে সক্ষম হব, সর্বোপরি

আমরা আল্লাহ্ তাআলার কৃপারাজি অর্জন করতে সক্ষম হব। তাই রমযানের প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে হলে আমাদেরকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং এতে প্রণিধান করার বিষয়ে আমাদের বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হতে হবে। পবিত্র কুরআনের নীতিমালাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের নির্দেশনাবলী বার বার পাঠ করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন: খোদা তাআলার তত্ত্বজ্ঞান ও অনুশাসন হল দুই প্রকার। কিছু চিরস্থায়ী এবং শাশ্বত আর কিছু সময়ের প্রয়োজন অনুসারে প্রকাশিত হয়, যদিও স্ব-স্ব স্থানে সেগুলির মধ্যেও একপ্রকার অবিচলতা বিদ্যমান। যেমন, সফরে নামায বা রোযা সংক্রান্ত একপ্রকার আদেশ রয়েছে আবার অবস্থানের ক্ষেত্রে একই বিষয়ে ভিন্ন আদেশ পরিলক্ষিত হয়। ভ্রমণের সময় সংক্ষিপ্ত আকারে অথবা একত্রিত করে নামায পড়া জায়েয, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় পূর্ণরূপে পড়া আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিধান ছিল সময়ের প্রয়োজন অনুসারে এবং মহানবী (সা.) যে শরীয়ত ও কিতাব নিয়ে এসেছিলেন তা হল চিরস্থায়ী এবং চিরন্তন শরীয়ত। এরমধ্যে বর্ণিত বিষয়াদি নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ। পবিত্র কুরআন হল একটি চিরস্থায়ী বিধান, অপরদিকে, তাওরাত এবং ইঞ্জিল (হল এমন যে) এমনকি যদি পবিত্র কুরআন নাও আসত, তবুও এগুলি রহিত হয়ে যেত, কারণ সেগুলি স্থায়ী এবং চিরন্তন বিধান ছিল না। যেখানে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এর অনুশাসন ও নির্দেশনা সব যুগের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর আগমনের কারন এবং কুরআন করীমের পরিপূর্ণ শরীয়তের বিষয়ে বলেন, 'আমার আসার কারণ এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হল ইসলামকে নবায়ন করা এবং সমর্থন করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে শরীয়ত এবং নবুয়তের পরিসমাপ্তি হয়েছে। এখন নতুন কোন বিধান আসতে পারে না। পবিত্র কুরআন হচ্ছে **খাতাম-উল-কুতুব** (সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব), এতে এখন বিন্দুমাত্রও সংযোজন বিয়োজনের আর কোনও স্থান নেই। মহানবী (সা.) এর কল্যানরাজি, বরকত এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও হেদায়াতের ফলাফলের পরিসমাপ্তি হয় নি। তারা সব যুগের জন্য উপস্থিত এবং সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে এই অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদের প্রমাণ হিসাবে উত্থাপন করেছেন।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন: মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ঐশীজ্ঞান লাভ করে সকলকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, **কুল ইয়া আয়্যুহান্‌নাসু ইন্নি রাসূলুল্লাহে ইলায়কুম জামিয়া** (আল আরাফ: ১৫৯) তুমি বল: হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। অতএব, পবিত্র কুরআনের মধ্যে এসব প্রগতিশীল শিক্ষার পরিপূর্ণতা থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল যেগুলি আকাশ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তে অবতীর্ণ হয়েছিল। পবিত্র কুরআন কোন বিশেষ জাতি, দেশ ও যুগের কথা নয় বরং সকল মানুষের কথা মাথায় রেখেছিল। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মহানবী (সা.) এর ঘোষণা যে, আমি সমগ্র বিশ্বের জন্য আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল- এটিও একটি প্রমাণ যে, পবিত্র কুরআন হল সমগ্র বিশ্বের জন্য সঠিক পথ প্রাপ্তির একমাত্র উৎস।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: পবিত্র কুরআন হচ্ছে প্রজ্ঞা ও চিরস্থায়ী শরীয়ত এবং সকল শিক্ষার আধার। এইভাবে, পবিত্র কুরআনের প্রথম অলৌকিকতা হল এর উচ্চ স্তরের শিক্ষা এবং দ্বিতীয় অলৌকিকতা হল এর সুমহান ভবিষ্যদ্বাণীর সমাহার। মহানবী (সা.) এর মক্কা জীবন ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ। অতঃপর, তেরোশত বছর পর প্রতিষ্ঠিত সিলসিলার এবং এই সময়ের লক্ষণ ও নিদর্শনগুলিও কেমন মহান ও নযিরবিহীন, অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহের যুগের ভবিষ্যদ্বাণীও এখন এই মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করছে। পৃথিবীর কোনো গ্রন্থ এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়। হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.) বলেছেন, পবিত্র কুরআনে দৃঢ়ভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, যুক্তি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের সাথে কাজ করতে হবে। কুরআন ও অন্যান্য গ্রন্থে এটাই পার্থক্য এবং কোন গ্রন্থই তার শিক্ষাকে যুক্তি ও বিচক্ষণতা এবং স্বাধীন সমালোচনার সামনে রাখার সাহস করেনি। কুরআন শরীফ একটি সুরক্ষিত গ্রন্থ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই এটি একটি সম্মানিত কুরআন, এর অস্তিত্ব শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ নয়, এটি **সহীফা ফিতরত** (অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রকৃতিগত মৌলিক নীতিমালা) নামে একটি মুদ্রিত গ্রন্থে রয়েছে। এর শিক্ষা এমন কোন গল্প-কাহিনী নয় যা মুছে ফেলা হবে, তবে যে ব্যক্তি এটি বুঝবে এবং অনুশীলন করবে, সে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করবে। এর সুদূর প্রসারী প্রভাব ও গভীরতা কেবল ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যেই প্রকাশ পায়, প্রয়োজন কেবল ধার্মিক লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করা। এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর আমাদের সামনে যা বর্ণনা করেছেন সেগুলির বিষয়ে চিন্তা ভাবনা এবং বিবেচনা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, পবিত্র কুরআনের নাম **'যিকর'** রাখা হয়েছে কারণ এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষের অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতা, যা বিভিন্ন শক্তির আকারে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। অর্থাৎ সহানুভূতি, ত্যাগ, বীরত্ব; দমন, ক্রোধ ও তৃপ্তি প্রভৃতি। মোটকথা যেসব সহজাত প্রবৃত্তি হৃদয়ে রাখা হয়েছিল, তা কুরআন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, কুরআন নিয়ে গবেষণা কর, গভীরভাবে চিন্তা কর। এর উপর আমল করলে মানব প্রকৃতির সর্বোচ্চ মানদন্ডে উপনীত হতে পারবে। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পবিত্র কুরআন পড়া ও বোঝা উচিত। স্বাধীনতার নামে আজকাল শিশু এবং বড়দের মনে যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা থেকেও আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারব। আমরা যদি জামাতীয় সাহিত্য এবং পবিত্র কুরআনের তাফসির পাঠ করি তাহলে অভিভাবকরা শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। এখন সেই সময় এসেছে যার বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মানুষ কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের গলা দিয়ে নামবে না। বাস্তবেও আমরা দেখি যে অগণিত 'কারী' থাকলেও, অগণিত পাঠক থাকলেও আমল কার্যত কিছুই নেই। আফশোস! যদি মুসলমানরা জ্ঞানী হত এবং মহান আল্লাহ্ যাকে পাঠিয়েছেন তার প্রতি মনোযোগী হয়ে তার কথা মান্য করত! যদি তারা নিজেদের অভ্যন্তরকে লক্ষ্য করত! যদি তারা যুগের চাহিদাকে দেখত! মুসলমানদের সাধারণ অবস্থা যদি প্রত্যক্ষ করত এবং শুধুমাত্র বাহ্যিক ফতোয়ার উপর জোর দিয়ে ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা না করত এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা অনুধাবন করত! যাইহোক, আমরা আহমদীদের ক্রমাগত নিজেদের মূল্যায়ন করা উচিত যে আমরা কতটা বুঝতে পেরেছি এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সত্যতা অনুশীলন করার চেষ্টা করেছি। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত কিছু ছোটখাটো অনুষ্ঠান বা ক্লিপ দেখে বোঝা যায় যে মানুষ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও ইতিহাস অবধি জানে না। কেবলমাত্র মৌলবীর কথাতেই মহানবী (সা.) বা কুরআন বা সাহাবায়ে কেরামের নামে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে ক্ষতি করার অপচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ থেকে কেউ লিখেছেন, যখন মিছিল এসে আক্রমণ করল, তখন একটা ছেলে পাথর ছুড়ছিল। আমাদের এক আহমদী বললেনঃ এটা কি কুরআনে লেখা আছে? এটাই কি ইসলামের শিক্ষা? আমরা তো 'কলেমা' পাঠকারী। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা সে ছুড়ে ফেলে দিল। তাই এ ধরনের লোকেরা মৌলবীদের প্ররোচনায় কাজ শুরু করে। আল্লাহ্ আমাদের এই দুষ্ট লোকদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন এবং এই রমযানে এবং পরবর্তীতে পবিত্র কুরআন বোঝার, শেখার ও অনুশীলন করার তৌফিক দান করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, রমযানে দোয়ার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি

আহমদীকে সর্বত্র সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং যারা মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সংশোধনযোগ্য নয় (এমন সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে) তাঁর লাঞ্ছনার নিদর্শন করে তুলুন যাতে অবশিষ্টরা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়। সার্বিকভাবে বিশ্বের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ এ বিশ্বকে যুদ্ধের ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করুন।

জুম'আর খুতবা শেষে সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার মাওলানা মানওয়ার আহমদ খুরশিদ সাহেব মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ এবং ইকবাল আহমদ মুনীর সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্‌র মৃত্যু এবং জামাতের প্রতি তাঁদের আন্তরিক সেবার কথা উল্লেখ করে বলেন, তৃতীয় স্মৃতিচারণটি হল সৈয়্যদা নুসরাত জাহান বেগম সাহেবা স্বামী মরহুম মিঞাঁ আবদুল আযিম সাহেব দরবেশ কাদিয়ান-এর। তিনি ছিলেন দরবেশ যুগে উড়িষ্যা প্রদেশ থেকে আগত প্রথম বিবাহিত মহিলা। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্বামীর সাথে দরবেশের সময় কাটিয়েছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান এবং আন্তরিক মহিলা ছিলেন যিনি খুব দোয়া করতেন। তিনি একজন নিয়মিত তেলাওয়াতকারী ছিলেন। অন্যদেরকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দান করতেন। তিনি অনেক শিশু ও মহিলাদেরকে পবিত্র কুরআন পড়তে শিখিয়েছিলেন। মানবসেবার মনোভাব ছিল অসাধারণ। কাদিয়ানে তিনি মহিলাদের **তাজহিয ও তাকফীন** (জানাযার উদ্দেশ্যে গোসল, কাফন দেওয়া ইত্যাদি) উপলক্ষ্যে মহান খেদমত করতেন। খিলাফতের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। তিনি খুরশিদ আনোয়ার সাহেবের দ্বিতীয় মাতা এবং দোস্ত মুহাম্মদ শাহিদ সাহেব মরহুম- **মোয়ারেখ আহমদীয়াত** এর চাচী ছিলেন। মহান আল্লাহ্ এদের সবার সাথে ক্ষমা ও করুণার আচরণ করুন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। নামাযের পর আমি এদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলির বিষয়ে বিশদে জানতে ওয়েব সাইটটি ভিজিট করুন: https://ahmadiyyamuslimjamaat.in/books/nashr-o-ishaat/Stock-Price/Bangla/

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
31 March 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in